যুগান্তর

তারিখ 20 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে

স্বপন দাশগুপ্ত

ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিকে স্নাতক এবং মাষ্টার্সের সমমানে উন্নীত করে কুষ্টিয়ার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হচ্ছে। এর আগে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ লক্ষ্যে দুটি আইনের সংশোধনী চূড়ান্ত করেছে। যুব শিগগিরই উপদেষ্টা পরিষদ এ দুটি আইনের সংশোধনী অনুমোদন করবে।

ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিকে স্নাতক এবং মাষ্টার্স ডিগ্রির সমমানে উন্নীতকরণের বিষয়ে চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভা কমিটি সুপারিশ করে। ২০০৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামত চাওয়া হয়। ২০০৫ সালের ১৭ নভেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪তম একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। একাডেমিক কাউন্সিল

হবে : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৫

হবে : অনুষ্ঠিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিষয়টি সম্পর্কে মতামত বা সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ডিন প্রফেসর শের মোহাম্মদকে আহ্বায়ক করে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধির আলোকে বিষয়টি অনুশীলন করে ২০০৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দফাওয়ারি প্রস্তাবনা রিপোর্ট প্রণয়ন করে। রিপোর্টটি ২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৫৬তম সভায় উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। পরে ১৩ এপ্রিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭তম সিন্ডিকেট সভায় রিপোর্ট উপস্থাপন করলে তা গৃহীত হয়।

জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিকে ন্যস্ত করা হলে ফাজিল ও কামিলের সিলেবাস পরিবর্তন, মাদ্রাসাগুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকা, শিক্ষক ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ এর সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধন করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরাজমান বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ২০০২ সালের ১২ জানুয়ারি ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ওই বছরের ১১ মার্চ সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৮০ ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৭৮ সংশোধনের একটি রূপরেখা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। ২০০২ সালের ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সুপারিশগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনার পর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে কমিটি গঠনের আদেশ জারি করা হয়। কমিটি ২০০৩ সাল থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সাতটি সভা করে। এসব সভায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমপর্যায়ে আনার সুপারিশ করে বলা হয়, এতে বিসিএস শিক্ষার মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। মাদ্রাসার প্রচলিত সিলেবাসে পরিবর্তন আনতে হবে। পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, লাইব্রেরির সুবিধা মাদ্রাসাগুলোকে দেয়া হবে।

মন্ত্রিসভা কমিটি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিকে স্নাতক এবং মাষ্টার্সের সমমানে উন্নীত করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৭৮ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিগগিরই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই সংশোধনী উপস্থাপন করা হবে।